




জেলা বুলেটিন

তারিখ: ০৫ জানুয়ারী ২০২২

আবহাওয়া ভিডিও কৃষি বিষয়ক বুলেটিন জেলা: ফরিদপুর

	
	
<p>কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প কম্পোনেন্ট সি-বিডরিউসিএসআরপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর</p>	
তারিখ : ০৫.০১.২০২২ বুলেটিন নং ৩১৫	০৫.০১.২০২২ থেকে ০৯.০১.২০২২ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০১.০১.২০২২ থেকে ০৪.০১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০১.০১.২০২২	০২.০১.২০২২	০৩.০১.২০২২	০৪.০১.২০২২	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.২	২২.০	২৪.৮	২৩.৬	২২.০-২৫.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৩.৬	১৪.৫	১২.৮	১১.৭	১১.৭-১৪.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৮.০-৯৪.০	৭০.০-৯৬.০	৪৮.০-৯৬.০	৫৬.০-৯৭.০	৪৮.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	২.৩	১.২	১.৪	১.২-২.৩
বাতাসের দিক	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম
মেঘের পরিমাণ (অঁটা)	০	২	১	০	০.০-২.০

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০৫.০১.২০২২ থেকে ০৯.০১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৭-২৮.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১১.৯-১৪.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৩.০-৬৩.৫
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৫.৭-৯.১
বাতাসের দিক	উত্তর / উত্তর - পশ্চিম
মেঘের অবস্থা	পরিষ্কার

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-19) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের ঝিঝিঝি বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টায় জেলায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল ৭:০০ পর্যন্ত অনেক জায়গায় মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কিছু কিছু জায়গায় দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা

সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় রাতের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বোরো ধান:

বীজতলা-

- বোরো ধানের বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন। তবে দীর্ঘ সময় ধরে শৈত্য প্রবাহ চলতে থাকলে সেখানে দিনে এবং রাতে সবসময় পলিথিন দিয়ে চারা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজতলার উভয়পাশে পলিথিন আংশিক খোলা রাখতে হবে।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিলিটার পানিতে ২মিলি আজোঅক্সিফ্লুট্রিবিন বা আইরাক্লোস্ট্রিবিন ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- বীজতলায় চারা হ্রাস হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক জমিতে ৪০০গ্রাম হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন। হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশী দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করুন।
- থ্রিপস পোকের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমণ বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোক্যার্ব / এমআইপিপি প্রয়োগ করুন।

গম:

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।
- গমের পাতার মরিচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রোপিকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- গমের জমিতে পোড়া পচা রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম অথবা কার্বোক্সিন+থিরাম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটাই পোকের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকের উপদ্রব বেশী হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় লেট রাইট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

সরিষা:

- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে হেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশী হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।
- ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় সরিষায় কান্ড পচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি পর্যায় , ফুল ও পড গঠন পর্যায় পর্যায়ে) প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকের আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকের বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকের আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেলোকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকের আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে থ্রিপস পোকের আক্রমণ দেখা দিলে আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আক্রমণ বেশী হলে ফিপ্রেনিল বা ডাইমেথথিট ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে স্প্রে করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচ্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকের আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিপি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করে ও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকের আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের পাশাপাশি ঘাস, পাতা বা দানাদার খাদ্য বিশেষ করে খৈল ও ডালের ভূঁই দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।



- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- ঠাণ্ডা প্রতিরোধে মেঝেতে বিচালি এবং বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা পোয়াল ঘরের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টিকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা খোয়াড়ের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৎস্য:

- শীতের শুরুতে বিক্রির উপযোগী বড় মাছ ধরে বিক্রি করুন।
- সকল প্রকার সার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন ও খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিন।
- পুকুর পাড়ের ডালপালা ও আগাছা পরিষ্কার করে পুকুরে পঁচা রোদের ব্যবস্থা করুন।
- নতুন করে মাছ মজুদ করা ও অন্য পুকুর বা বিলের পানি প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকুন।
- পিএইচ মান ও পানির গভীরতা অনুযায়ী শতংশ প্রতি ৩০০-৫০০ গ্রাম চুন ও লবন প্রয়োগ করুন।
- যথাসম্ভব ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন ছাড়া জাল টানা যাবে না। প্রয়োজনে জাল কড়া রোদে শুকিয়ে / জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করুন।